CC6

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 AUG 1987

পৃষ্ঠা ... 6

ছাত্রদের কল্যাণে কালো টাকা ?

— আবদুল গনি মাহমুদ

পত্রিকার ছোট্ট একটি সংবাদ হলেও জাতীয় জীবনে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদটি হচ্ছে— "বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাই করতে গিয়ে গ্রেফতার.....বাসস জানায়, ছিনতাইকারীরা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আলম, এম, কম, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ আমিন এবং শাহীন নামের একজন অছাত্র।"

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এর আগেও বহুবার ছিনতাই হয়েছে, আর ছিনতাইকারীরা গা ঢাকা দিয়েছে ছাত্রাবাসে। আমাদের ধারণা, পেশাদার ছিনাইতাইকারীদের আত্মরক্ষার এটা একটা কৌশল মাত্র। তাই বলে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্ররা এহেন অপকর্মে সরাসরি লিপ্ত থাকতে পারে তা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ এলাকার খ্যাতমান ব্যক্তিত্ব হবারই কথা। ছোটরা তাদের কাছে অনেক কিছু জানতে চায়, শিখতে চায়। সেক্ষেত্রে তারা যদি ছোটদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সেটা হবে দুর্ভাগ্যের কথা। কতিপয় ছাত্রের আচরণে মনে হচ্ছে চর দখলের জন্য উচ্চমানের লাঠিয়ালের প্রশিক্ষণসহ অগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সহপাঠীদের নির্মমভাবে হত্যা করার মন-মানসিকতা তাদের কাম্য। আর প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাই করার ন্যায় জঘন্য কাজেও তাদের ভূমিকা দ্বারা সমাজে যে কলংক লেপন করা হচ্ছে তা বলাইবাহুল্য। যাদের উপর দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা থাকার কথা এবং যারা দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার তাদের এতখানি অধঃপতন হলে আমাদের ভবিষ্যত কোথায়? এ প্রশ্ন কেবল আমার একার নয়, গোটা দেশবাসীর।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর চরম নির্যাতন দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, তাই এত বড় সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা দরকার। এত বড় অপরাধ করার সাহস একদিনে হয়নি তাদের। আর এগুলোর পেছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরও চিহ্নিত করে প্রতিকার করতে হবে। মূল উৎপাটন করতে হবে। এ জন্য কেবল ছাত্রদের দোষারোপ করলে চলবে না। দোষ আমাদেরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোন ছাত্রই তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। অনিশ্চিত জীবনের জন্য সবাই তারা হতাশাগ্রস্ত। এর কারণ একটি নয়, বহু। মান্ধাতার আমলের শিক্ষা পদ্ধতি আর অপ্রয়োজনীয় সিলেবাসের জন্য শিক্ষার পথ হচ্ছে কন্টকাকীর্ন। তদুপরি মেধা আর রুচি মাফিক শিক্ষা দ্বারা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই কোথাও। তাই বেকার সমস্যা বিশেষতঃ শিক্ষিত বেকার সমস্যা হয়েছে প্রকট।

আমার মূল কথা, সর্বস্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দরুন কোথাও যে শিক্ষা হচ্ছে না, সে কথা সেদিনও স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জনসভায় স্বীকার করেছেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশন জট ছাত্রদের হতাশাগ্রস্ত হবার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিত্তবান পিতার উচ্ছৃংখল পুত্রেরা কোনরকমে কলেজের বেড়া ডিংগিয়ে স্থান করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও সাংগঠনিক তৎপরতার দাপটে অন্যেরা হয়ে পড়ে নিস্তেজ। সাধা[illegible] ছেলেরা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের। [illegible] ভিটেবাড়ী বিক্রি করে অতি [illegible] জন্য এসেছে [illegible] বিদ্যা অর্জনের [illegible] খেয়ে উজ্জ্বল [illegible]

ভবিষ্যতের প্রবল বাসনা নিয়ে। সময়ের গতিতে তারাও আটকা পড়ে দাপটওয়ালাদের বেষ্টনীতে। কেননা, ক্লাসে পড়াশুনা হওয়া, না হওয়া, পরীক্ষা দেয়া না দেয়া নির্ভর করে তাদের মন-মেজাজের উপর। কারণে-অকারণে তারা পড়া বন্ধ করতে জানে, পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া তো মামুলি ব্যাপার। তদুপরি কতিপয় শিক্ষকের আশীর্বাদপুষ্ট থাকায় পাস-ফেল এমনকি উপরের দিকে পরীক্ষায় স্থান করে নেয়ার ব্যাপারে এদের সাহায্য প্রয়োজন। তাই এত বড় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের উপেক্ষা করা চাট্টিখানি কথা নয়। সেশন জটের এটাও অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের চেয়ে দলীয় সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পদ রক্ষার জন্য দলীয় সেবাই মোক্ষম ব্যবস্থা। তাছাড়া, পদের প্রলোভন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দানের আশ্বাস পেয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই একান্ত ভক্ত হয়ে পড়ে এসব শিক্ষকের। তাদের কাছে কোনদিনই বিষয়সমূহের আলোচনা শুনা যাবে না, বৈঠকখানায় প্রশিক্ষণ হয় দলের, রাজনীতির। আবার এইসব সম্মানিত শিক্ষকগণ পরীক্ষার ফল বের করতে প্রায় বছরখানেক সময় নিতে পারেন নানা অজুহাতে।

তৃতীয় কারণটি সুস্পষ্ট। দেশের মধ্যে শতাধিক রাজনৈতিক দলের সমর্থনে গড়ে ওঠা ছাত্র সমাজ তাদের নিজেদের দাবী-দাওয়াসহ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে আন্দোলন যখনি দানা বেঁধে ওঠে, তখনি সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন।

এতসব ঘাত-প্রতিঘাতে ছাত্রদের মন-মানসিকতা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় হয় ভারাক্রান্ত। কর্মক্ষম চঞ্চল ছাত্র সমাজ তখন থাকে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত। এই অপূর্ব সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা একদল কালো টাকার মালিক এগিয়ে আসে তথাকথিত দরদী সেজে। তারা তাদের অর্থ উজাড় করে দেয় এই সব ছাত্রদের কল্যাণে। শর্ত মাত্র একটা— তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা হতে চায় সমাজপতি। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য তাদের ভোটারের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ভোটের আর ভোট বাক্সের।

এতদিনে ছাত্রদের পড়াশুনার আগ্রহে পড়েছে ভাটা। বয়সের দিকটাও বিবেচ্য। আর অভিভাবকেরা অর্থ দণ্ডের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে হাত নিয়েছেন গুটিয়ে। হালের বলদ সারাদিন লাঙ্গল বয়ে ঘরে ফেরার সময় অন্ততঃ মালিকের করুণা পায়। কিন্তু কালোটাকার নেতারা ভোটের শেষে ভুলে যান পরের ছেলেদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে। দুঃখে-কষ্টে, ঘৃণায়-লজ্জায় যারা ইজ্জতের সাথে ফিরে আসতে পারে কাঁচা টাকার চাকচিক্যের মোহ থেকে, তারাত বেঁচেই গেল। আর যারা ফিরতে পারে না, তারা খোঁজে একটুখানি আশ্রয়। নতুন আস্তানার নতুন সংগী। যেখানে বেকার যুবকের সংখ্যা অগণিত সেখানে সংগী-সাথীর অভাব হবার কথা নয়। এরা ছড়িয়ে আছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, শাখায়-প্রশাখায়।

স্বাধীনতার পরে অভিজ্ঞতা আর দূরদর্শিতার অভাবে নয়া কর্পোরেশনগুলোর মাথাভারী প্রশাসনের বদৌলতে শিল্প ব্যবস্থা শিকায় উঠেছে তাতো আর নিম্নগামী হলো না। এর সাথে শ্রমিক অসন্তোষ, নিত্য-নতুন পদ সৃষ্টি দ্বারা স্বজনদের প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রতিযোগিতা তাতো সবাইর জানা। অব্যবস্থার দরুন দেশের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানাগুলো লোকসানের ধকল থেকে কিছুতেই রক্ষা পেল না। সরকারী উদ্যোগে অথবা বেসরকারীভাবে কিংবা সমবায় ভিত্তিতে যে নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে সে সম্ভাবনা আর রইলো না। কর্মসংস্থান হয় সরকারী দফতরে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহে। আগে থেকে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত শূন্য পদ পাওয়া যায় না। চাহিদা মোতাবেক নতুন প্রতিষ্ঠানও কোথাও গড়ে উঠছে না, অথচ বেকারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে অসম্ভব রকমে।

সরকারের সীমিত অর্থ হোক অথবা সমবায়ভিত্তিতে উপজেলাভিত্তিক কুটির শিল্প, যেখানে কাঁচামালের অভাব নেই সেখানে ভারী শিল্প এবং দেশের অনাবাদী জমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি কৃষি কাজে লাগাতে হবে। এজন্য সরকারী উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও যদি দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন তবে দেখা যাবে এসব ছাত্ররাই হবে দেশ গড়ার কাজে নিবেদিত প্রাণ। তারাই কর্মসংস্থানের নতুন পথের সন্ধান দিবে— প্রত্যেকটি হাত শক্তভাবে কাজ করতে পারবে।

কথাটা পানির মত সহজ হলেও বাস্তবায়নের জন্য এটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সব কিছুই সম্ভব যদি নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেউ দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে আসেন। এমন চরিত্রবান হাতে গোণা মাত্র কয়েকজন থাকলেই দেশের চেহারা পাল্টাতে পারেন। এজন্য হাজার লোকের দরকার হয় না। ন্যায়-নীতি আর ভাল কাজের স্বীকৃতি পেলেই অনেকে উৎসাহিত হবেন এগিয়ে আসতে। প্রত্যেকেই যদি অধঃস্তন ব্যক্তির নিকট হতে নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে পারেন তবেই দেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত। যাদের অক্ষম-অপদার্থ বলে অনেকে মনে করেন। তারাই হয়ে উঠবেন সক্ষম দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারী, যদি উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যায়। সময়ের জোরে অথবা চোখ রাংগানীতে উৎপাদন বাড়ে না, তাতে সময়ের হয় অপচয়। উৎপাদিত দ্রব্য হয় অনুপযোগী। তাই দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকেই পদক্ষেপ নিতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। তারই অধঃস্তন ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাদের অপসারণ করে চেষ্টা চালাতে হবে অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংগ্রহ করার জন্য। আমাদের শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে তেমন লোক থাকা অসম্ভব নয়।

বিদেশী তন্ত্র-মন্ত্র অথবা আভ্যন্তরীণ দলাদলি দ্বারা দেশটাকে ধ্বংস করা যাবে, আবার নতুন করে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়াও যাবে, মানুষের কল্যাণে কিছুই আসবে না। আজ যারা বিভিন্ন অংগনে বিচরণ করছেন, তারা যদি সচেতন হতেন, সত্যিকার দেশপ্রেমিক হতেন, তবেই দুঃখ মোচন হতো। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনবল আর ধনবল এবং মানুষের মন-মানসিকতা বিবেচনায় রেখে কাজ করতে পারলে অরাজকতা দূর হতো। যারা নিজেদের স্বার্থে অপাত্রে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে তারাই যে একদিন সেই অস্ত্রের আঘাতে ভূ-লুণ্ঠিত হবেন না, তাতো কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না। তাই বলি, সময় এখনো আছে। আমাদের ছাত্র সমাজ ও লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কোপানল থেকে আপনারা বাঁচতে চাইলে নিজেদের চরিত্র সংশোধন করুন, দেশকে ভালবেসে কল্যাণের চিন্তা করুন।